الدَّلِيلُ الْكَامِلُ الْمُيَسَّرُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ ও ওমরাহর

পূর্ণাঙ্গ সহজ গাইড

শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ

দাওরায়ে হাদীছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,রাজশাহী;
কামিল(তাফসির),সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা ও অনার্স (হাদীস),ইসলামী
আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার : +৮৮০১৭৮০-৫৬৭২৬৬

সম্পাদনায়:

শায়খ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,সৌদি আরব।

الدَّلِيلُ الْكَامِلُ الْمُيَسَّرُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ ও ওমরাহর পূর্ণাঙ্গ সহজ গাইড

প্রকাশনী :

মিছবাহুল হাদীছ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

রসুলপুর,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ। মোবাইল : ০১৬১১-৯৩০২৮৮, ০১৭৮০-৫৬৭২৬৬

প্রকাশকাল :

জিলক্বদ-১৪৪৭, বৈশাখ -১৪৩৩,এপ্রিল -২০২৬ইং

মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র।

HAJJ O UMRAR ER PURNANGO SHOHOJ GUIDE by **Shahidullah Bin Rahmatullah,** Dawrah-e-Hadith, Al-Jami'ah As-Salafiyyah, Rajshahi; Kamil (Tafsir), Government Madrasah-e-Alia, Dhaka; Honours (Hadith), Islamic Arabic University, Dhaka. Mobile: +8801780-567266; **Price: 30 Taka.**

লেখকের ভুমিকা

نَحْمَدُ اللّٰهَ حَامِدًا وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত একটি নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা। এতে ইহরাম থেকে কুরবানী পর্যন্ত হজ্জ ও ওমরাহর সব ধাপ সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। নতুন হাজীদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী একটি বাস্তব গাইড। উপমহাদেশে প্রচলিত ভুল ও কুসংস্কার দলিলসহ সংশোধন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বই।

শায়খ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানীকে আল্লাহ জাযায়ে খয়ের দান করুন শত ব্যস্ততার মাঝে বইটি সম্পাদনা করার জন্য বইটি প্রকাশ করতে বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সার্বিক সহযোগীতা করেছেন। মামুন ভাই অর্থায়ন করেছেন বইটি ছাপাতে।

আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ও আমার পরিবারকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করার তাওফীক দান করেন এবং এ গ্রন্থটিকে আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

সূচিপত্র (فهرس المحتويات)

সপ্তম অধ্যায় : সাঈ

অষ্টম অধ্যায় : ওমরাহর পূর্ণ পদ্ধতি

নবম অধ্যায় : হজ্জের ধাপসমূহ

দশম অধ্যায় : কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন

একাদশ অধ্যায় : তাওয়াফে ইফাদা ও তাওয়াফে বিদা

দ্বাদশ অধ্যায় : হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

ত্রয়োদশ অধ্যায় : হজ্জের সুন্নাতসমূহ

প্রথম অধ্যায় :

হজ্জ ও ওমরাহর পরিচয়:

১. হজ্জের সংজ্ঞা (تعريف الحج)

الحَجُّ لُغَةً : القَصْدُ.

وَاصْطِلَاحًا : القَصْدُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ لِأَدَاءِ أَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ.

ভাষাগতভাবে হজ্জ অর্থ ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।

শরী'আতের পরিভাষায়—নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু আমল (ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ, আরাফায় অবস্থান ইত্যাদি) আদায়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ গমন করাকে হজ্জ বলা হয়।

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِأَدَاءِ النُّسُكِ

"হজ্জ হলো ইবাদতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ-এর দিকে গমন করা।" (আল-মুগনী ৩/২১৭)

২. ওমরাহর সংজ্ঞা (تعريف العمرة)

العُمْرَةُ لُغَةً : الزِّيَارَةُ.

ভাষাগতভাবে ওমরাহ অর্থ যিয়ারত করা বা সফর করা।

وَاصْطِلَاحًا : زِيَارَةُ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ.

শরী'আতের পরিভাষায়—ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ এবং মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করাকে ওমরাহ বলা হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

"ওমরাহ হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ জিয়ারত করা।" (মাজমূ' আল–ফাতাওয়া ২৬/৫)

৩. হজ্জের গুরুত্ব ও ফযিলত

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফরজ—যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"(সূরা আলে ইমরান : ৩ : ৯৭)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ

“এই আয়াত প্রমাণ করে যে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ।” (তাফসীর ইবনু কাসীর ২/৮৩)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করল এবং অশ্লীল কথা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকল, সে এমনভাবে ফিরে আসে যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।” (সহীহ বুখারী : ১৫২১, সহীহ মুসলিম : ১৩৫০)

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) – বলেন :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরাহ পর্যন্ত মাঝের গুনাহগুলোর কাফফারা হয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।” (সহীহ বুখারী : ১৭৭৩, সহীহ মুসলিম : ১৩৪৯)

৪. ওমরাহর ফযিলত: রাসূল (ﷺ) বলেন :

تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ

"তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ পরপর আদায় করো। কারণ এগুলো দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে।"(তিরমিযী : ৮১০, ইবনে মাজাহ : ২৮৮৭, নাসাঈ : ২৬৩১)

৫. হজ্জ কার উপর ফরজ

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তার উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরজ।" (সূরা আলে ইমরান : ৩ : ৯৭)

রাসূল ﷺ বলেন : "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল—এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করা।" (সহীহ বুখারী : ৮, সহীহ মুসলিম : ১৬)

৬.হজ্জ ও ওমরাহর প্রস্তুতি (الاستعداد للحج والعمرة)

হজ্জ ও ওমরাহ একটি মহান ইবাদত। তাই এই ইবাদত আদায়ের পূর্বে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে হজ্জ ও ওমরাহর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. ইখলাস, নিয়ত ও আক্বীদা বিশুদ্ধ করা

হজ্জ ও ওমরাহ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। রিয়া (দেখানো) বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাদেরকে শুধু এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা আল–বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫)

রাসূল ﷺ বলেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"(ছহীহ বুখারী : ১; ছহীহ মুসলিম : ১৯০৭)

২. হালাল উপার্জনের অর্থ প্রস্তুত করা

হজ্জ ও ওমরাহর জন্য ব্যবহৃত অর্থ অবশ্যই হালাল হতে হবে। হারাম অর্থ দিয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।" (ছহীহ মুসলিম : ১০১৫)

৩. তাওবা করা ও পাপ থেকে ফিরে আসা

হজ্জে যাওয়ার আগে অতীতের সব গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করা উত্তম। আল্লাহ বলেনঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর।" (সূরা আন–নূর ২৪:৩১)

৪. মানুষের হক আদায় করা

যদি কারো কাছে ঋণ থাকে বা কারো হক নষ্ট করা হয়ে থাকে, তবে হজ্জে যাওয়ার আগে তা পরিশোধ করা বা ক্ষমা চাওয়া জরুরি।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضٍ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ

“যার কাছে তার ভাইয়ের কোনো অধিকার নষ্ট হয়েছে, সে যেন আজই তার থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়।”(ছহীহ বুখারী : ২৪৪৯)

৫. হজ্জ ও ওমরাহর মাসআলা শেখা

হজ্জ ও ওমরাহ আদায়ের আগে এর ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। রাসূল ﷺ বলেনঃ

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

“তোমরা হজ্জের নিয়ম–কানুন আমার কাছ থেকে শিখে নাও।”(ছহীহ মুসলিম : ১২৯৭)

৬. সফরের প্রস্তুতি নেওয়া

হজ্জ একটি দীর্ঘ সফর, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করা দরকার। যেমনঃ ইহরামের কাপড়,প্রয়োজনীয় ওষুধ,পাসপোর্ট ও কাগজপত্র,জায়নামায ও প্রয়োজনীয় টাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“তোমরা সফরের জন্য পাথেয় গ্রহণ করো, আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।” (সূরা আল–বাকারা ২:১৯৭)

৭. পরিবারকে নসীহত করা ও দায়িত্ব ঠিক করা

হজ্জে যাওয়ার আগে পরিবারের দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে দ্বীনের উপর চলার উপদেশ দেওয়া উত্তম।

৮. বিদায়ের সময় দু'আ করা

সফরের সময় রাসূল ﷺ সাহাবীদের জন্য দু'আ করতেন। রাসূল ﷺ বলেনঃ

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

"আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।"(সুনান আবু দাউদ : ২৬০০; তিরমিযী : ৩৪৪৩)

৯. হজ্জ কাফেলা, হজ্জ প্রশিক্ষণ ও মু'আল্লিম সম্পর্কে দু'টি কথা:

হজ্জ সফরের জন্য তাক্বওয়াশীল আলেমের সাথী হওয়া খুবই যরূরী। কারণ মু'আল্লিম ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক জ্ঞান রাখলে হজ্জের বিধানগুলো সঠিকভাবে পালন করা যায়। তাই বিশুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য নির্ভরযোগ্য কাফেলা নির্বাচন করা একান্ত কর্তব্য। অনুরূপ হজ্জে যাওয়ার পূর্বে অন্তত এক মাস আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও আবশ্যক। তাছাড়া হাদীছে ভাল মানুষের সাহচর্য লাভ

করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল(ﷺ) বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

'সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে– আতর বিক্রেতা এবং কামারের মত। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে আতর প্রদান করবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনে নিবে,আর না হয় তুমি অন্তত তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, আর না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে'। (বুখারী : ৫৫৩৪, মুসলিম : ২৬২৮)

হজ্জ কাফেলা যদি নির্ভরযোগ্য না হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মু'আল্লিম যদি বিশ্বস্ত ও তাক্বওয়াশীল না হন, তাহলে হজ্জ বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও থাকে না। অন্যদিকে ভোগান্তির শেষ থাকে না। উল্লেখ্য যে, অনেক কাফেলা বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করাতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও হজ্জযাত্রী কমে যাওয়ার আশংকায় হজ্জের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হাজীদের সামনে তুলে ধরে না। তাই যে যে আক্বীদার সে অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদন করেন। এতে ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেলা ধরা পড়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

হজ্জ ও ওমরাহর শর্ত

১. **মুসলিম হওয়া:** আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"অবশ্যই আল্লাহ সতর্কদের নিকট থেকে কবুল করেন। (ইসলামিতে বিশ্বাসী হওয়া শর্ত)"(সূরা আল-মায়িদা ৭ : ২৭)

২. **বালেগ হওয়া:** রাসূল (ﷺ) বলেন :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "

অর্থ তিন প্রকার লোক হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে শিশু বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং নিষ্ক্রিয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জ্ঞান না আসা পর্যন্ত। (তিরমিযি : ১৪২৩, ইবনে মাজাহ : ২০৪১,৪২)

الْبَالِغُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْحَجِّ

"হজ্জের সঠিকতার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত।" (শরহ সহীহ মুসলিম ৯/৩)

৩. **জ্ঞান থাকা:** রাসূল (ﷺ) বলেন :

لا حَجَّ لِمَجْنُونٍ وَلَا صِيَامَ لِمَجْنُونٍ

“পাগল বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ওপর হজ্জ বা সিয়াম ফরজ নয়।”(ছহীহ বুখারী : ১৭০১, ছহীহ মুসলিম : ১১৯)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

العقل شرط لصحة الحج والعمرة.

“হজ্জ ও ওমরাহের সঠিকতার শর্ত হলো জ্ঞান বা আকল থাকা।”(মাজমূ‘ আল–ফাতাওয়া ২৬/৬)

৪. স্বাধীন হওয়া

রাসূল (ﷺ) বলেন :

الحج والعمرة على الحر لا على العبد إلا بإذن سيده

“হজ্জ ও ওমরাহ স্বাধীন ব্যক্তির ওপর ফরজ; দাস বা অন্য কারও অধীনে থাকা ব্যক্তি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া করতে পারবে না।” (ছহীহ বুখারী : ১৫২২, ছহীহ মুসলিম : ১৩৫১)

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الاستقلال شرط وجوب الحج.

“হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত হলো স্বাধীনতা।”(তাফসীর কুরতুবী ৪/১৪২)

৫. সামর্থ্য থাকা (الاستطاعة)

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফরজ—যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"(সূরা আল–ইমরান ৩ : ৯৭)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

من استطاع الحج فليفعل.

"যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে, সে হজ্জ করুক।"(তাফসীর তাবারী ৭/৬)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

"সঠিকভাবে আদায় করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত।"(ছহীহ বুখারী : ১৭৭৩, ছহীহ মুসলিম : ১৩৪৯)

তৃতীয় অধ্যায় :

হজ্জের প্রকারভেদ

১. হজ্জে তামাত্তু (حج التمتع)

হজ্জের মাসগুলোতে প্রথমে ওমরাহ আদায় করা, এরপর ইহরাম খুলে হালাল হওয়া এবং ৮ই যিলহজ্জ আবার নতুন করে হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাহ মিলিয়ে (তামাত্তু) করে, তার জন্য সহজলভ্য কুরবানী দেওয়া আবশ্যক।"(সূরা আল-বাকারা: ২ : ১৯৬) রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"আমি যদি আগে জানতাম যা পরে জেনেছি, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না এবং হজ্জকে ওমরাহে পরিণত করতাম।"(ছহীহ বুখারী : ১৫৬৮, ছহীহ মুসলিম : ১২১১)

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي بِهَا... فَقَالَ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

"আমি তামাত্তু হজ্জ করেছিলাম। কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। তখন আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তা করতে বললেন এবং বললেন: এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ।"(ছহীহ বুখারী : ১৫৬৭)

২. হজ্জে কিরান (حج القران):

একই ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে আদায় করাকে হজ্জে কিরান বলা হয়। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার সময়ই হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের নিয়ত করা। রাসূল (ﷺ) বলেন :

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওমরাহ হজ্জের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।"(ছহীহ মুসলিম : ১২৪১)

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"কিরান হলো একই সাথে হজ্জ ও ওমরাহর(নিয়তে) ইহরাম বাঁধা।"(শরহ ছহীহ মুসলিম ৮/১৪৫)

৩. হজ্জে ইফরাদ (حج الإفراد):

শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং হজ্জ শেষ হওয়ার আগে ওমরাহ না করা—এটাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"ইফরাদ হলো শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধা।" (আল-মুগনী ৩/২৩৩)

৪. কোন হজ্জ উত্তম: এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে তামাত্তু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ

"যদি আমি কুরবানীর পশু সাথে না আনতাম, তাহলে আমিও তামাত্তু করতাম।"(ছহীহ মুসলিম : ১২১৬)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "হজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে তামাত্তু সর্বোত্তম।" (মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া ২৬/৯৫)

চতুর্থ অধ্যায়

ইহরাম

১. ইহরামের সংজ্ঞা:

الإِحْرَامُ لُغَةً : الدُّخُولُ فِي الحُرْمَةِ.

ভাষাগতভাবে ইহরাম অর্থ—কোনো কিছুকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নেওয়া বা পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করা।

وَاصْطِلَاحًا : نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي نُسُكِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ.

শরী'আতের পরিভাষায়—হজ্জ বা ওমরাহর ইবাদতে প্রবেশ করার নিয়ত করাকে ইহরাম বলা হয়।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الإحرام هو نية الدخول في النسك.

"ইহরাম হলো হজ্জ বা ওমরাহর ইবাদতে প্রবেশ করার নিয়ত করা।"(শরহ ছহীহ মুসলিম)

২. মীকাতসমূহ (المواقيت)

মীকাতের পরিচয় : অর্থ - মীকাত হলো সেই নির্দিষ্ট স্থান, যেখান থেকে হজ্জ বা ওমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধা আবশ্যক।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِوَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَوَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِوَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

"রাসূল (ﷺ) মদীনাবাসীর জন্য যুল-হুলাইফা,শামবাসীর জন্য জুহফা, নজদের জন্য করনুল-মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীর জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন।"(ছহীহ বুখারী : ১৫২৪, সহীহ মুসলিম : ১১৮১)

ইবনু উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

أنَّه وقَّتَ المواقيتَ، قال: هنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهنَّ ممَّن يُرِيدُ الحجَّ أو العُمرةَ

"এই মীকাতগুলো ঐসব লোকদের জন্যও, যারা ঐ পথ দিয়ে হজ্জ বা ওমরাহ করতে আসে।" (ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব- ৮ম খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা)

৩. ইহরাম বাঁধার নিয়ম:

রাসূল (ﷺ) হজ্জের সময় গোসল করে ইহরাম বেঁধেছিলেন।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

"রাসূল (ﷺ) ইহরাম বাঁধার সময় কাপড় পরিবর্তন করেন এবং গোসল করেন।"(তিরমিযী : ৮৩০)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন

يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

"ইহরামের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।"(আল-মুগনী)

৪. ইহরামের নিয়ত

রাসূল (ﷺ) বলেন :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (ছহীহ বুখারী : ১, ছহীহ মুসলিম : ১৯০৭)

ইহরামের সময় নিয়ত করা হয়— لَبَّيْكَ عُمْرَةً অথবা لَبَّيْكَ حَجًّا

"হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ/হজ্জের জন্য হাজির হলাম।"

النِّيَّةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الإِحْرَامِ "ইহরাম সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত।" (মাজমূ' আল-ফাতাওয়া)

৫. তালবিয়া পাঠ

রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ

"হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি উপস্থিত।নিশ্চয় সকল প্রশংসা, সকল নিয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই।

আপনার কোনো শরীক নেই।"(ছহীহ বুখারী : ১৫৪৯, ছহীহ মুসলিম : ১১৮৪)

আনাস ইবনে মালিক (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন

صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا

"নবী (ﷺ) যোহরের সালাত মদীনায় চার রাক'আত আদায় করলেন এবং 'আসরের সালাত যুল-হুলাইফায় দু'রাক'আত আদায় করেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হজ্জ ও 'উমরাহ'র তালবিয়া পাঠ করছেন (ছহীহ বুখারী : ১৫৪৮)

পঞ্চম অধ্যায়

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়

১. চুল ও নখ কাটা

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

“তোমরা মাথা মুন্ডন করো না, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে।”(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৯৬)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইহরাম অবস্থায় মাথার চুল কাটা নিষিদ্ধ।”(তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৫৩৪)

২. সুগন্ধি ব্যবহার

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু)- বলেন :

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟فَقَالَ : لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ

"এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল— ইহরামকারী কী পরবে? তিনি বললেন: এমন কাপড় পরবে না যাতে জাফরান বা সুগন্ধি লাগানো আছে।" (ছহীহ বুখারী : ১৫৪২, ছহীহ মুসলিম : ১১৭৭)

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম।"(শরহ সহীহ মুসলিম ৮/১৩২)

৩. সেলাই করা কাপড় পরা

রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَة وَلَا السَّرَاوِيلَ

"ইহরামকারী জামা, পাগড়ি এবং পায়জামা পরবে না।"(ছহীহ বুখারী : ১৫৪২)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা নিষিদ্ধ।"(আল-মুগনী ৩/৩০৫)

৪. শিকার করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না।"(সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৯৫)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"এই আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"(তাফসীর ইবনু কাসীর ৩/১৯৮)

৫. বিবাহ করা বা করানো

উসমান ইবনু আফফান (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু)- বলেন :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

"ইহরামকারী নিজে বিয়ে করবে না, অন্যকে বিয়ে দেবে না এবং বিয়ের প্রস্তাবও দেবে না।"(ছহীহ মুসলিম : ১৪০৯)

৬. স্বামী-স্ত্রীর সহবাস

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।"(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৯৭)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "রফাস বলতে স্ত্রী সহবাস ও তার ভূমিকা বুঝায়।"(তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৫৪১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ

১. মসজিদুল হারামে প্রবেশের দু'আ

রাসূল (ﷺ) বলেন :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন বলবে—'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।'(ছহীহ মুসলিম : ৭১৩)

২. কাবা প্রথম দেখা

ছাহাবীগণ কাবা দেখলে দু'আ করতেন।

كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

"তিনি যখন কাবা দেখতেন তখন দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন।"(বাইহাক্বী,সুনানুল কুবরা ৫ম খন্ড ৭৩পৃষ্ঠা)

"সালাফগণ কাবা দেখার সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন।"(তাফসীর ইবনু কাসীর)

৩. তাওয়াফের পরিচয়

الطَّوَافُ لُغَةً : الدَّوَرَانُ حَوْلَ الشَّيْءِ.

ভাষাগতভাবে তাওয়াফ অর্থ কোনো কিছুর চারপাশে ঘোরা।

وَاصْطِلَاحًا : الدَّوَرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

শরী'আতের পরিভাষায়—কাবা শরীফের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"তারা যেন এই মর্যাদাবান ঘর (কাবা)-এর তাওয়াফ করে।"(সূরা আল-হজ্জ ২২ : ২৯)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"কাবা শরীফের চারপাশে সাত চক্কর দেওয়াই তাওয়াফ।"(আল-মুগনী ৩/৩৭৮)

৪. তাওয়াফের শর্ত

তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে—

১. পবিত্র অবস্থায় থাকা (ওযু থাকা)

২. শরীর ও কাপড় নাপাকমুক্ত হওয়া

৩. সতর ঢাকা

৪. কাবা বাম দিকে রেখে তাওয়াফ করা

৫. সাত চক্কর পূর্ণ করা

রাসূল (ﷺ) বলেন :

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

"কাবা তাওয়াফ ছালাতের মতো।"(তিরমিযী : ৯৬০)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ

"তবে আল্লাহ এতে কথা বলাকে বৈধ করেছেন।"(ইবনে হিব্বান - ৩৮৩৬)

৫. তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ

তাওয়াফের কিছু সুন্নাত রয়েছে—

১. হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা ইশারা করা

২. তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা (দ্রুত হাঁটা)

৩. পুরুষদের জন্য ইযতিবা করা (ডান কাঁধ খোলা রাখা)

৪. তাওয়াফ শেষে দুই রাকাআত ছালাত আদায় করা

রাসূল (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

"আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি উপকার বা অপকার করতে পার না। কিন্তু আমি রাসূল (ﷺ)-কে

তোমাকে চুম্বন করতে দেখেছি, তাই আমিও তোমাকে চুম্বন করি।"(ছহীহ বুখারী : ১৫৯৭, ছহীহ মুসলিম : ১২৭০)

সপ্তম অধ্যায়

সাঈ

১. সাঈ এর পরিচয়

السَّعْيُ لُغَةً : الْمَشْيُ وَالْجَرْيُ.

ভাষাগতভাবে সাঈ অর্থ চলা বা দৌড়ানো।

وَاصْطِلَاحًا : الْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

শরী‘আতের পরিভাষায়—সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার যাতায়াত করাকে সাঈ বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।”(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৫৮)

" এগুলো আল্লাহর দ্বীনের মহান নিদর্শন।”(তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৪৩৩)

২. সাফা ও মারওয়া

সাফা ও মারওয়া হলো মক্কার দুইটি ছোট পাহাড়, যার মাঝে সাঈ করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ বা ওমরাহ করে, তার জন্য সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা কোনো দোষ নয়।"(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৫৮)

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি, তার হজ্জ বা ওমরাহ পূর্ণ হয় না।"(ছহীহ বুখারী : ১৭৯০; ছহীহ মুসলিম : ১২৭৭)

৩. সাঈ এর নিয়ম

সাঈ করার নিয়ম—

১. সাফা পাহাড় থেকে শুরু করা

২. মারওয়া পর্যন্ত যাওয়া

৩. এভাবে সাতবার যাতায়াত করা

৪. পুরুষদের জন্য সবুজ চিহ্নের মাঝে দ্রুত হাঁটা

৫. সাঈ শেষ করা মারওয়া পাহাড়ে

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন, তোমরাও সেখান থেকে শুরু করো।"(ছহীহ মুসলিম : ১২১৮)

فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

"অতঃপর রাসূল (ﷺ) সাফা থেকে শুরু করেন।"(ছহীহ মুসলিম : ১২১৮)

৪. সাঈ এর দু'আ

রাসূল (ﷺ) সাফা পাহাড়ে উঠে এই আয়াত পাঠ করতেন—

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

এরপর বলতেন :

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর জন্য। আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।আল্লাহ পবিত্র ও মহান (সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত)।আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।আর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।(ছহীহ বুখারী : ১১৫৪)

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “সাঈ করার সময় বেশি বেশি দু'আ ও যিকির করা মুস্তাহাব।”

অষ্টম অধ্যায়

ওমরাহর পূর্ণ পদ্ধতি

১. ইহরাম

ওমরাহ আদায়ের প্রথম ধাপ হলো মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা এবং ওমরাহর নিয়ত করা।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"(ছহীহ বুখারী : ১, ছহীহ মুসলিম : ১৯০৭)

ওমরাহর নিয়ত করা হয়—

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"হে আল্লাহ! আমি ওমরাহর জন্য হাজির হলাম।"

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন :

الإحرام هو نية الدخول في النسك.

"ইহরাম হলো ইবাদতে প্রবেশ করার নিয়ত করা।"(আল-মুগনী ৩/২১৭)

২. তাওয়াফ

মক্কায় পৌঁছে প্রথমে কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"তারা যেন এই প্রাচীন ঘর (কাবা)-এর তাওয়াফ করে।"(সূরা আল-হজ্জ ২২ : ২৯)

তাওয়াফ হলো কাবা শরীফের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন :

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

"কাবা শরীফের তাওয়াফ নামাযের মতো।"(তিরমিযী : ৯৬০)

৩. সাঈ

তাওয়াফ শেষে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার সাঈ করতে হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৫৮)

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন :

مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি, তার হজ্জ বা ওমরাহ পূর্ণ হয় না।"(ছহীহ মুসলিম : ১২৭৭)

৪. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

সাঈ শেষ করার পর পুরুষেরা মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে এবং নারীরা চুলের অল্প অংশ কাটবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

"তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে।"(সূরা আল-ফাতহ ৪৮ : ২৭)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

"হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের প্রতি রহমত করুন।"

সাহাবীগণ বললেন :

وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

তখন তিনি আবার বলেন :

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

এরপর বলেন :

وَالْمُقَصِّرِينَ

"হে আল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও রহমত করুন।"(ছহীহ বুখারী : ১৭২৭, ছহীহ মুসলিম : ১৩০২)

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন :

الحلق أفضل من التقصير للرجال .

"পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা চুল ছোট করার চেয়ে উত্তম।"(শরহ ছহীহ মুসলিম ৯/৭১)

নবম অধ্যায়

হজ্জের ধাপসমূহ

১. ৮ যিলহজ্জ (يوم التروية)

৮ যিলহজ্জকে ইয়াওমুত তারভিয়া বলা হয়। এই দিনে হাজীগণ মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى

"যখন তারবিয়াহর দিন (৮ জিলহজ্জ) এল, তখন তারা মিনার দিকে রওনা হলেন।"(ছহীহ মুসলিম : ১২১৮)

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :"এই দিনকে তারউইয়ার দিন বলা হয়, কারণ মানুষ এদিন পানির ব্যবস্থা করত।"(শরহ ছহীহ মুসলিম ৮/১৭০)

২. মিনায় অবস্থান

৮ যিলহজ্জ হাজীগণ মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও পরদিন ফজরের ছালাত আদায় করেন।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

"রাসূল (ﷺ) মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেন।"(ছহীহ মুসলিম : ১২১৮)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :"আরাফার আগের রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।"(আল-মুগনী)

৩. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

৯ যিলহজ্জ হাজীগণ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেন। এটিই হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। রাসূল (ﷺ) বলেন :

الْحَجُّ عَرَفَةُ

"হজ্জ হলো আরাফা (অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা)।"(তিরমিযী : ৮৮৯, আবু দাউদ : ১৯৪৯)

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

هذا حديث حسن صحيح.

"এই হাদীস হাসান সহীহ।"(সুনান তিরমিযী)

৪. মুযদালিফায় অবস্থান

আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পর হাজীগণ মুযদালিফায় যান এবং সেখানে রাত যাপন করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামে আল্লাহকে স্মরণ করো।"

(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৯৮)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ هُوَ مُزْدَلِفَةُ

"মাশআরুল হারাম বলতে মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে।"(তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৫৩৮)

৫. কংকর নিক্ষেপ

১০ যিলহজ্জ হাজীগণ মিনায় ফিরে এসে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করেন।

রাসূল (ﷺ) মসজিদে মিনার দিক হতে প্রথমে অবস্থিত জামারায় যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঙ্কর মারতেন, সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং এখানে অনেক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর দ্বিতীয় জামারায় এসে সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তাকবীর বলতেন। অতপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলামূখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত

উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে 'আকাবার কাছে জামারায় এসে তিনি সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না। যুহরী (রহঃ) বলেন, সালিম ইব্নু 'আবদুল্লাহ (রহঃ)-কে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। (রাবী বলেন) ইব্নু 'উমর (রাঃ)-ও তাই করতেন। (ছহীহ বুখারী : ১৭৫৩)(আঃপ্রঃ ১৬৩১, ইঃফাঃ ১৬৩৯)

"রাসূল (ﷺ) কুরবানীর দিন জামারায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন।"

দশম অধ্যায়

কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন

১. কুরবানীর বিধান

★ তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থ: যে ব্যক্তি উমরাহকে হজ্জের সাথে মিলিয়ে করে, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। (সূরা আল-বাকারা ২: ১৯৬)

★ কুরবানী না পারলে বিকল্প ছিয়াম পালন করা

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

অর্থ: যে কুরবানী পাবে না, সে ৩ দিন হজ্জে এবং ৭ দিন দেশে ফিরে ছিয়াম রাখবে।(সূরা আল-বাকারা ২:১৯৬)

★হাদীসের প্রমাণ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যে নবী ﷺ হজ্জে কুরবানী করেছেন এবং তা নির্দেশ দিয়েছেন।

২.মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

কুরবানীর পর হাজীগণ মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

"তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে।"(সূরা আল-ফাতহ ৪৮ : ২৭)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

"হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের প্রতি রহমত করুন।"

সাহাবীগণ বললেন :

وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

তিনি আবার বলেন :

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

এরপর বলেন :

وَالْمُقَصِّرِينَ

"হে আল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও রহমত করুন।"(ছহীহ বুখারী : ১৭২৭, ছহীহ মুসলিম : ১৩০২)

৩.ইহরাম মুক্ত হওয়া

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে হাজী ইহরামের অধিকাংশ নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। একে তাহাল্লুলে আওয়াল বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

إِذَا رَمَى الْحَاجُّ الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

"যখন হাজী জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে এবং মাথা মুণ্ডন করে, তখন তার জন্য স্ত্রী ছাড়া সবকিছু হালাল হয়ে যায়।"(মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা)

একাদশ অধ্যায়

তাওয়াফে ইফাদা ও তাওয়াফে বিদা

একাদশ অধ্যায় : তাওয়াফে ইফাদা ও তাওয়াফে বিদা

১. তাওয়াফে ইফাদা

তাওয়াফে ইফাদা হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কুরবানী, কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুণ্ডনের পর হাজীগণ মক্কায় এসে এই তাওয়াফ আদায় করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"তারপর তারা যেন নিজেদের অপবিত্রতা দূর করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং মর্যাদাবান ঘর(কাবা)-এর তাওয়াফ করে।"(সূরা আল-হজ্জ ২২ : ২৯)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এই আয়াতে যে তাওয়াফের কথা বলা হয়েছে তা হলো তাওয়াফে ইফাদা।"(তাফসীর ইবনু কাসীর ৫/৪১৫)

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু)

বলেন :

أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ

"রাসূল (ﷺ) কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করেছেন।"(ছহীহ বুখারী : ১৬৮৩)

২. তাওয়াফে বিদা

হজ্জ শেষ করে মক্কা থেকে বিদায়ের আগে যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে বিদা বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন :

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ

"মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাদের শেষ কাজ হয় কাবা শরীফের তাওয়াফ করা।" (ছহীহ বুখারী : ১৭৫৫, ছহীহ মুসলিম : ১৩২৭)

৩. হজ্জ সম্পন্ন হওয়া

তাওয়াফে ইফাদা এবং হজ্জের বাকি আমল সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজ্জ পূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ করো।"(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৯৬)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।"(ছহীহ মুসলিম : ১২৯৭)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন

وَإِتْمَامُ الْحَجِّ بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ

"হজ্জ পূর্ণ হয় যখন সকল মানাসিক (হজ্জের আমল) সম্পন্ন করা হয়।"(মাজমূ' আল-ফাতাওয়া ২৬/১২৬)

দ্বাদশ অধ্যায়

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম

হজ্জ বা ওমরাহ করতে হলে নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

"রাসূল (ﷺ) মদীনাবাসীর জন্য যুল-হুলাইফা,শামবাসীর জন্য জুহফা, নজদের জন্য করনুল-মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীর জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন।"(ছহীহ বুখারী : ১৫২৬, ছহীহ মুসলিম : ১১৮১)

২. আরাফাতে অবস্থান

আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের প্রধান রুকন।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

الْحَجُّ عَرَفَةُ

"হজ্জ হলো আরাফা (অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থান করা)।"(তিরমিযী : ৮৮৯, আবু দাউদ : ১৯৪৯)

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

هذا حديث حسن صحيح.

"এই হাদীস হাসান সহীহ।"

(সুনান তিরমিযী)

৩. মুযদালিফায় অবস্থান

আরাফাত থেকে ফেরার পর হাজীগণ মুযদালিফায় অবস্থান করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামে আল্লাহকে স্মরণ করো।"

(সূরা আল-বাকারা ২ : ১৯৮)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “মাশআরুল হারাম বলতে মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে।”(তাফসীর ইবনু কাসীর ১/৫৩৮)

৪. মিনায় রাত যাপন

হাজীগণ মিনায় অবস্থান করে রাত যাপন করেন। এটি হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ

“রাসূল (ﷺ) তাশরীক-এর রাতগুলো মিনায় অবস্থান করতেন।”(ছহীহ বুখারী : ১৭৩৩, মুসলিম :১২৯৯)

“অধিকাংশ আলেমের মতে মিনায় রাত যাপন করা ওয়াজিব।

৫. কংকর নিক্ষেপ

হাজীগণ মিনায় তিনটি জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করেন।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

"রাসূল (ﷺ) কুরবানীর দিন জামারায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন।" (ছহীহ মুসলিম : ১২৯৬)

"জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা হজ্জের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

১. মিনায় কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত

রাসূল (ﷺ) কংকর নিক্ষেপ করার সময় ধারাবাহিকভাবে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

জাবির (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, নবী ﷺ জামারাতে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রত্যেক কংকরের সাথে তাকবীর বলতেন (মুসলিম : ১২১৮)।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

নবী ﷺ যখন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করতেন, তখন প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলতেন(ছহীহ মুসলিম : ১৭৫০)।

২. মিনায় রাত যাপনের সুন্নাত

كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَيُصَلِّي فِيهَا الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا

অর্থ: "রাসূল (ﷺ) তাশরীক-এর রাতগুলো মিনায় অবস্থান করতেন এবং সেখানে ছালাতও আদায় করতেন।"(ছহীহ বুখারী : ১৭৪৫, ছহীহ মুসলিম : ১২১৮)

৩. কাবার চত্বরে তাওয়াফের সুন্নাত

তাওয়াফের সময় রাসূল (ﷺ) হাথরি শুরু এবং শেষ করে তাওয়াফে নেক কাজ ও দো'আ করতেন।

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَمَا أَتَمَّ اللّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

কাবা তাওয়াফ ছালাতের মতো। যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি, তার হজ্জ বা ওমরাহ পূর্ণ হয় না।"(ছহীহ মুসলিম : ১২৭৭)

وسَعى بينَ الصَّفا والمروةِ، فسُنَّةُ اللهِ وسُنَّةُ رَسولِه ﷺ

"তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ (দৌড়ানো/চলা) করেছেন, আর এটি আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ।"(ছহীহ মুসলিম :১২৩৩)।

৪. ইহরামের সুন্নাত

ইহরাম বাঁধার সময় রাসূল (ﷺ) তালবিয়া পাঠ করতেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

অর্থ:"হে আল্লাহ! আমি ওমরাহর জন্য হাজির হলাম, হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য হাজির হলাম।"

(ছহীহ বুখারী : ১৫২১, ছহীহ মুসলিম : ১১৮০)

চতুর্দশ অধ্যায়

হজ্জের নিষিদ্ধ কাজ ও কাফফারা

১. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ

ইহরামের সময় কিছু কাজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেমন:চুল ও নখ কাটা,সুগন্ধি ব্যবহার,সেলাই করা,কাপড় পরা,শিকার করা,বিবাহ করা বা করানো এবং স্বামী-স্ত্রীর সহবাস।

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “এই সব কাজ ইহরামের সময় কঠোরভাবে বিরত থাকা ওয়াজিব।”(আল-মুগনী ৩/২১৮)

২. কাফফারার বিধান

যদি কেউ ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে কাফফারা দেওয়া জরুরি।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

“তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা তার মাথায় কোনো কষ্ট (যার কারণে চুল কাটতে হয়) থাকে, তবে তার উপর ফিদিয়া রয়েছে—ছিয়াম রাখা, অথবা সাদাকা দেওয়া, অথবা কুরবানী করা (বাক্বারাহ ২ :১৯৬)।

৩ টি ছিয়াম অথবা ৬ জনকে খাদ্য দান অথবা ১টি ছাগল কুরবানী করতে হবে (ছহীহ মুসলিম :১৮১৪)

“ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ করলে কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব।

৩. ফিদইয়ার বিধান

যদি কোন হজ্জগামী অসামর্থ্য বা অন্য কারণে কিছু ওয়াজিব বা সুন্নাত সম্পন্ন করতে না পারে, তবে ফিদইয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِنْ فَعَلْتُمْ خَيْرًا فَأَجْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“যদি তুমি কোনো ভালো কাজ কর, তোমার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে; আল্লাহ তোমার কাজসমূহ জানেন।”(সূরা আন-নিসা ৪ : ১১৪)

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “কোনও ওয়াজিব আদায় করতে অক্ষম হলে ফিদইয়া প্রদান করা হয়।”(তাফসীর ইবনু কাসীর)।

পঞ্চদশ অধ্যায়:

নারীদের হজ্জ

১. মাহরাম ছাড়া সফর

নারী হজ্জে গেলে অবশ্যই মাহরাম ছাড়া একা বা অননুমোদিত পুরুষের সঙ্গে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا يُخْرِجْنَكُمْ إِلَّا مَعَ أَهْلِكُمْ

"তোমরা নিজের পরিবার ছাড়া একা বের হও না।"(সূরা আন-নিসা ৪ : ২৯, তাফসীর ইবনু কাসীর)

রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ«

"নারী তার মাহরামের ছাড়া সফর করতে পারবে না।"(ছহীহ বুখারী : ১০৮৭, ছহীহ মুসলিম : ১৩৩৮)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

لِلْمَرْأَةِ بِدُونِ مَحْرَمٍ حَرَامٌ.

"মাহরাম ছাড়া নারীর যাত্রা হারাম।"(আল-মুগনী ৩/২২৫)

২. ইহরাম বাঁধার বিবরণ ও নিয়ম

মেয়েদের ইহরামের জন্য বিশেষ কোনো পোশাক নেই।

ইহরাম অবস্থায় মেয়েরা নিকাব ও হাতমোজা পরবেন না। তবে পরপুরুষের সামনে নিকাব ছাড়া ওড়না বা অন্য কোনো কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে।

ইহরাম অবস্থায় পায়ের গোড়ালি ঢেকে রাখে এমন কোনো জুতা পরা যাবে না। কাপড়ের মোজাও পরবেন না। তবে সেন্ডেল পরতে পারবেন।

৩. মাসিক অবস্থায় করণীয়

মাসিক অবস্থায় থাকা নারী হজ্জ বা ওমরাহর কিছু অংশ করতে পারবে না যেমন তাওয়াফ ও ছালাত, কিন্তু অন্য ওয়াজিব এবং দো'আ অব্যাহত থাকবে।

আয়িশা (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ বলেছেন:

‘‘افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي’’

“হাজীরা যা করে তুমি তাও করো, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে না।(ছহীহ বুখারী : ১৬৫০)।

“মাসিক অবস্থায় নারী ছালাত পড়তে পারবে না এবং তাওয়াফ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজ করতে পারবে।

ষোড়শ অধ্যায়
মদীনায় যিয়ারত

ষোড়শ অধ্যায় : মদীনায় যিয়ারত

১. মসজিদে নববীর ফযিলত

বেশী নেকীর উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ভ্রমণ করা জায়েয। তার মধ্যে একটি মসজিদে নববী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা'। (ছহীহ বুখারী :১১৮৯, মুসলিম :৩৪৫০)।

উল্লেখ্য যে, 'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামের আগুন, শাস্তি এবং মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে' মর্মে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। এই হাদীছ আমল করা যাবে না।

মদিনায় যাওয়া এবং মসজিদে নববীতে ছালাত ও ইবাদত করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۙ

সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।(সূরা আন-নুর ২৪ : ৩৬, তাফসীর ইবনু কাসীর ২/২২০ – মসজিদে ছালাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে)

২. রাসূল ﷺ এর রওযাহ যিয়ারত

রাসূল (ﷺ)- বলেন

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي

'আমার বাড়ী ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গাটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউয (কাওছার) এর উপর প্রতিষ্ঠিত'।(ছহীহ বুখারী :১৮৮৮,ছহীহ মুসলিম ১৩৯১)

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্কালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, সেখানে রহমত বর্ষিত হয় ও কল্যাণ অর্জিত হয় যিকির করার মাধ্যমে। বিশেষ করে যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে। এ জন্য জান্নাতের রওযার সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হতে পারে, সেখানে যে আমল করা হয়, তা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।মুহাদ্দিছগণ নিম্নের হাদীছের আলোকে আরো অনেক আলোচনা করেছেন। যেমন- 'তরবারির ছায়ার নীচে জান্নাত'। 'নিশ্চয় মায়ের দুই পায়ের নীচে

জান্নাত'।উল্লেখ্য, অনেকে রওযাকে কবর মনে করে থাকে। এটা ভুল ধারণা।

৩. জান্নাতুল বাকী

মদিনার বাকী (বাকি কবরস্থান) প্রাচীন ছাহাবাদের কবরাবাস এবং ইসলামের প্রাচীন স্থল হিসেবে অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

زوروا القبورَ فإنها تُذكرُكم بالآخرةِ.

"তোমরা কবরগুলো যিয়ারত কর, এটি তোমাদের আখেরাতের স্মরণ করাবে।"(নাসাঈ : ২০৩৪)

সপ্তদশ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ দু'আসমূহ

সপ্তদশ অধ্যায় : গুরুত্বপূর্ণ দু’আসমূহ

১. তাওয়াফের দু’আ

তাওয়াফের সময় বিশেষ দু’আ পাঠ করা সুন্নাত।হারামে প্রবেশকালে উত্তম হলো ডান পা আগে দিয়ে ঢুকা এবং নিচের দু'আ পাঠ করা।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَح لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،
أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

হাজারে আসওয়াদ (এ কোণে সবুজ বাতি দেয়া আছে) কোণ থেকে কাবা ঘরকে বামপাশে রেখে ত্বাওয়াফ শুরু করবেন এবং এখানে এসেই শেষ করবেন। এভাবে এক চক্র শেষ হবে। এক ত্বাওয়াফে ৭ চক্র পূর্ণ করতে হয়। হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের মাধ্যমে ত্বাওয়াফ শুরু করা উত্তম। কিন্তু ভিড়ের কারণে ধাক্কাধাক্কি করে নিজেকে

ও অন্য হাজীকে কষ্ট না দিয়ে কঙ্কর চুম দেওয়া ছাড়াই ত্বাওয়াফ শুরু করে দিবেন।

প্রতি চক্রেই হাজারে আসওয়াদের পাশে এসে এর দিকে মুখ করে শুধু ডান হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন, হাত চুম্বন করবেন না।

ত্বাওয়াফের শুরুতে পড়বেন: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

তবে পরবর্তী তাওয়াফের সময় শুধু اللَّهُ أَكْبَرُ বলবে।সপ্তমবার শেষ করে কিছু বলবে না বা হাত দিয়ে ইশারাও করবে না।

২. সাঈ এর দু'আ

সাঈয়ের সময় দু'আ পাঠ করা সুন্নাত।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَدْعُوهُ بِمَا شِئْتُ أَثْنَاءَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

“সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করার সময় আমি শয়তানের প্রতি পলায়ন করি এবং আল্লাহকে যা চাই, তা দু’আ করি।”(ছহীহ মুসলিম: ১২৮০)

ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “সাঈয়ের দো‘আ সুন্নাত মুআক্কাদা, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য।”(আল-মুগনী ৩/২৩০)

৩. আরাফাতের দু’আ

আরাফাতে দু’আ করা হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

خيرُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفَةَ وخيرُ ما قلْتُ أنا والنبيونَ من قبلي لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ

“সবচেয়ে উত্তম দু’আ হলো আরাফার দিনের দু’আ। আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা সবচেয়ে উত্তমভাবে বলেছি তা হলো—

‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা; আর তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।’’’(তিরমিযি : ৩৫৮৫)

৪. সাধারণ দু’আ

হজ্জ বা ওমরাহর অন্যান্য সময় সাধারণ দু’আও আদায় করা উচিত। রাসূল (ﷺ) বলেন:

هُوَ العِبَادَةُ.

‘‘দু’আ ইবাদতের এক অংশ।’’(ছহীহ তিরমিযী : ৩৩৬৩)

অষ্টাদশ অধ্যায় :

হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

১. বদলী হজ্জ (حج بالنيابة)

যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু অতি বার্ধক্য বা রোগের কারণে নিরাশ হয়ে গেছেন, তাঁর পক্ষে সন্তানরা বা অন্য কেউ বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারবেন। তবে বদলী হজ্জ বা ওমরাহকারীকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে।(আবুদাঊদ :১৮১১)

হজ্জ ফরয হৌক বা না হৌক, অছিয়ত করুন বা না করুন, যেকোন মুসলিম মাইয়েতের পক্ষে সন্তানরা বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারবে। নারী পুরুষের পক্ষে অথবা পুরুষ নারীর পক্ষে বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারেন (বুখারী হা/১৮৫৫; মুসলিম হা/১৩৩৪; মিশকাত হা/২৫১১)। মুসলিম মাইয়েতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া

হ'ল তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদাক্বা করা ও তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা (ফিকুহুস সুন্নাহ ১/৫৭০)।

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি খুব বৃদ্ধ, বাহনের উপর বসতে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো?" রাসূল ﷺ বললেন:"হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।"(ছহীহ মুসলিম : ১৩৩৪)

২. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ (حج الغائب)

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা সমানভাবে বৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফরজ—যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।”
(সূরা আল-ইমরান ৩ : ৯৭)

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟

قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ

খাছআম গোত্রের এক নারী বললেন:
“হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো?”রাসূল ﷺ বললেন:“হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।”(ছহীহ বুখারী : ১৮৩৫)

৩. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জ (حج المدين)

যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে হজ্জে যেতে না পারে, তবে তার পক্ষ থেকে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি হজ্জ করতে

পারে।হজ্জ ফরয হয় সামর্থ্য থাকলে,ঋণ পরিশোধ না করে হজ্জ করলে যদি অধিকার নষ্ট হয় তাহলে বৈধ নয়। ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকলে করতে পারবে।

উনবিংশ অধ্যায়

সাধারণ ভুলত্রুটি

১. তাওয়াফের ভুল

তাওয়াফের সময় কিছু ভুল করা হয় যা হজ্জ বা ওমরাহকে অসম্পূর্ণ করতে পারে।

তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত:

➤পবিত্রতা (ওযু) থাকা

➤কাবা ঘরকে বাম পাশে রেখে ৭ চক্কর সম্পন্ন করা

➤হিজর-ই ইসমাঈলসহ কাবার ভিতর দিয়ে না যাওয়া

➤তাওয়াফের অধিকাংশ অংশ সঠিকভাবে আদায় করা

☞ ভুল হলে বিধান:

ছোট ভুল হলে → সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন/দো'আ/ইস্তিগফার যথেষ্ট হতে পারে

☞ রুকন (মূল শর্ত) ভঙ্গ হলে → তাওয়াফ পুনরায় করা ওয়াজিব।

২. সাঈ এর ভুল

সাঈয়ের সময় নিয়ম না মেনে বা সঠিকভাবে না চালানোও ভুলের মধ্যে পড়ে।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"(সূরা আল-বাকারা ২ :১৫৮)।

রাসূল ﷺ সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন এবং বলেছেন:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম শিখে নাও।"(ছহীহ মুসলিম: ১২৯৭)

৩. কংকর নিক্ষেপের ভুল

জামারাতে কংকর নিক্ষেপের ভুলও হজ্জের ওয়াজিব বা সুন্নাত কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম শিখে নাও।"
(ছহীহ মুসলিম: ১২৯৭)

➤ রামী (কঙ্কর নিক্ষেপ) শুদ্ধ হওয়ার শর্ত:

নির্দিষ্ট দিন (১০–১৩ জিলহজ)

নির্দিষ্ট জামারাতে নিক্ষেপ করা

নির্ধারিত সংখ্যক কঙ্কর (৭টি করে)

সঠিক সময় ও নিয়ম অনুযায়ী করা

✗ ভুল হলে বিধান:

যদি ছোট ভুল হয় (অনেকটা নিয়ম ভঙ্গ না হয়) → সাধারণত গুনাহ বা দম ওয়াজিব হয় না

যদি রুকন/মূল শর্ত বাদ পড়ে → তখন পুনরায় করা বা দম (কুরবানি) লাগতে পারে (মাযহাবভেদে)

✓ কিন্তু "ভুল হলেই কাফফারা ওয়াজিব"—এভাবে সাধারণ নিয়ম সহীহ হাদীস দ্বারা নির্ধারিত নয়

বিংশ অধ্যায়

হজ্জ কেন্দ্রীক কুসংস্কার

হজ্জ একটি মহান ইবাদত, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আদায় করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক সমাজে হজ্জকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুসংস্কার (ভুল ধারণা ও বিদ'আত) প্রচলিত আছে, যা ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন।

নিচে হজ্জ-কেন্দ্রিক কিছু প্রচলিত কুসংস্কার তুলে ধরা হলো—

১. হজ্জ করলে সব গুনাহ মাফ—তাই আগে ইচ্ছামতো গুনাহ করা

ধারণা: "হজ্জে গেলে তো সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, তাই আগে একটু দুনিয়া উপভোগ করি!"

● বাস্তবতা:

হজ্জ অবশ্যই গুনাহ মাফের মাধ্যম, কিন্তু তা শর্তসাপেক্ষ—খালিস নিয়ত, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, ও সুন্নাহ অনুযায়ী হজ্জ আদায় করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন:“যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বেঁচে থাকে, সে নবজাত শিশুর মতো পবিত্র হয়ে ফিরে আসে।” (বুখারী, মুসলিম)

২. হজ্জের সময় নির্দিষ্ট কিছু “নিজস্ব বানানো দু’আ” পড়া বাধ্যতামূলক

অনেকেই বই বা লিফলেট দেখে মনে করেন—প্রতিটি তাওয়াফ বা সায়ী’র জন্য নির্দিষ্ট দু’আ আবশ্যক।

● বাস্তবতা:

কুরআন-সুন্নাহতে এমন নির্দিষ্ট দু’আর বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি নিজের ভাষায় বা কুরআন-হাদীছের যেকোন দো‘আ পড়তে পারেন।

৩. কাবা স্পর্শ না করলে হজ্জ হবে না

ধারণা: কাবা ছোঁয়া বা চুমু না দিলে হজ্জ অসম্পূর্ণ।

● বাস্তবতা:

কাবা স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া ফরজ বা ওয়াজিব নয়। বরং ভিড়ের কারণে অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম হতে পারে।

৪. শয়তানকে পাথর মারার সময় গালি দেওয়া বা রাগ প্রকাশ করা

অনেকেই মনে করেন শয়তানকে গালি দেওয়া বা রাগ দেখানো ইবাদতের অংশ।

● বাস্তবতা:

এটি একটি ইবাদত, কোনো আবেগ প্রকাশের জায়গা নয়।

নিয়ম অনুযায়ী শান্তভাবে কংকর নিক্ষেপ করাই সুন্নাহ।

৫. হজ্জে গেলে বিশেষ “পবিত্র কাপড়” বা তাবিজ নেওয়া

ধারণা: নির্দিষ্ট কাপড়, তাবিজ বা কবজ সাথে রাখলে হজ্জ কবুল হবে।

● বাস্তবতা:

এসব সম্পূর্ণ কুসংস্কার।

ইসলামে তাবিজ-কবজের কোনো ভিত্তি নেই (বিশেষ করে আকীদার দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ)।

৬. মক্কা বা মদিনার মাটি/পাথর নিয়ে আসলে বরকত পাওয়া।

অনেকে মাটি, পাথর, কাবার গেলাপের সূতা বা অন্য জিনিস সংগ্রহ করে “বরকত” হিসেবে রাখেন।

● বাস্তবতা:

এগুলোর কোনো শরঈ ভিত্তি নেই। বরকত আসে আল্লাহর আনুগত্যে, বস্তুতে নয়।

৭. হাজী সাহেবের হাত ধরে দু’আ করলেই দু’আ কবুল হবে

সমাজে ধারণা আছে—হজ্জ করে আসা ব্যক্তির মাধ্যমে দু’আ বেশি কবুল হয়।

● বাস্তবতা:

হাজী সম্মানিত, কিন্তু দু’আ কবুলের জন্য তার মাধ্যম হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

প্রত্যেক মুসলিম সরাসরি আল্লাহর কাছে দু’আ করতে পারে।

৮. হজ্জ শেষে বড় আয়োজন বা লোক দেখানো অনুষ্ঠান করা

কেউ কেউ হজ্জ শেষে বড় অনুষ্ঠান করে নিজের মর্যাদা প্রকাশ করেন।

● বাস্তবতা:

এটি রিয়া (লোক দেখানো)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা আমল নষ্ট করে দেয়।

এগুলো হজ্জকে কেন্দ্র করে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা (কুসংস্কার)। সংক্ষেপে সঠিক বিষয়টি নিচে তুলে ধরা হলো—

৯. সন্তান বিয়ে না দিলে হজ্জ করা যায় না — ✕

এ কথার কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত হলো—

মুসলিম হওয়া

বালেগ হওয়া

সুস্থ ও সামর্থ্যবান হওয়া

● বাস্তবতা

সন্তান বিয়ে দেওয়া হজ্জের শর্ত নয়।

অতএব, কেউ যদি সামর্থ্যবান হয়, তাহলে সন্তান বিয়ে না দিলেও তার উপর হজ্জ ফরজ হবে এবং সে হজ্জ করতে পারবে।

১০. বাজারে দামাদামি করা যাবে না

এটিও একটি ভুল কথা।

হজ্জ অবস্থায় (ইহরামসহ) দামাদামি করা জায়েয, তবে— ঝগড়া করা যাবে না বা গালাগালি বা অন্যায় আচরণ করা যাবে না।

আল্লাহ বলেন:

"فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ"

অর্থ: "হজ্জে কোনো অশ্লীলতা, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।" (সূরা বাকারা ২ : ১৯৭)

● বাস্তবতা

ভদ্রভাবে দরদাম করা বৈধ, কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ করা হারাম।

একবিংশ বিংশ অধ্যায়

এক নজরে হজ্জ ও ওমরাহ।

★এক নজরে হজ্জ

হজ্জ মূলত ৮ যিলহজ্জ থেকে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. ৮ জিলহজ্জ (ইয়াওমুত তারভিইয়াহ)

১. ইহরাম বাঁধা ২. মিনায় যাত্রা এবং মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর আদায় করা।

২. ৯ যিলহজ্জ (আরাফাত দিবস)

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ও বেশি বেশি দু'আ করা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

الحَجُّ عَرَفَةُ.

অর্থ:"হজ্জ হলো আরাফা।"(তিরমিযী, হাদীস: ৮৮৯)

৩. মুযদালিফা

সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় যাওয়া অতঃপর মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা, রাত যাপন

এবং কংকর সংগ্রহ।

৪. ১০ যিলহজ্জ

এই দিনে কয়েকটি কাজ করা হয়—

১. বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ

২. কুরবানী করা

৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

৪. তাওয়াফে ইফাদা

৫. সাঈ (যদি আগে না করা হয়)

৫. ১১–১২ যিলহজ্জ

তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ এবং মিনায় অবস্থান করা।

৬. বিদায়ী তাওয়াফ

মক্কা ত্যাগের আগে তাওয়াফে বিদা করা।

রাসূল ﷺ বলেন—

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

অর্থ:“কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে যতক্ষণ না তার শেষ কাজ কাবা তাওয়াফ হয়।”(ছহীহ বুখারী : ১৭৫৫)

★এক নজরে ওমরাহ

ওমরাহ চারটি প্রধান কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. ইহরাম

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ২. নিয়ত করা ৩. তালবিয়া পাঠ করা। তালবিয়া:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থ:“হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই।”

২. তাওয়াফ

কাবাকে কেন্দ্র করে ৭ চক্কর দেওয়া

হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু ও শেষ

পুরুষদের ইদতিবা ও রমল করা সুন্নাত।

৩. সাঈ

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে ৭ বার যাতায়াত করা।

৪. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

পুরুষদের মাথা মুণ্ডন উত্তম তবে খাটো করাও জায়েয

মহিলারা অল্প চুল কাটবে

➡ এভাবে ওমরাহ সম্পন্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত ধাপ তালিকা

হজ্জ: ১. ইহরাম ২. মিনা ৩. আরাফাত ৪. মুযদালিফা ৫. কংকর নিক্ষেপ ৬. কুরবানী ৭. মাথা মুণ্ডন ৮. তাওয়াফে ইফাদা ৯. মিনায় অবস্থান ১০. তাওয়াফে বিদা

ওমরাহ: ১. ইহরাম ২. তাওয়াফ ৩. সাঈ ৪. মাথা মুণ্ডন / চুল কাটা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ